৪৭.৩ মূলপাঠ—১ ঃ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, নির্দেশ ও উনিশ শতক

মানুষ একসময় পৃথিবীর প্রভাত-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-বসন্ত, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে অপার রহস্যের সন্ধান পেয়ে বিস্ময় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অলৌকিক, অতিলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তায়—দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে মানুষের দৃষ্টি মর্ত্য পৃথিবীর দিকে পড়লে দেখে মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা—সেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির পরিচয়ই প্রধান। এই সমষ্টির মধ্যেও কালক্রমে সুন্দর পৃথিবীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ জনিত কারণে জাতিতে-জাতিতে, সভ্যতায়-সভ্যতায় নিরন্তর সংঘর্ষ সংগ্রামও সমন্বয় চলছে। এ যুগে মানুষ দেবাশ্রিত হলেও মানবচরিত্রের অসামান্য মহিমায়—তার বীরত্বে, মহত্ত্বে তার প্রেমে স্থান করে নেয়। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে, অ-সাধারণ মানুষকে দেবোপম বা অতিপ্রাকৃত করে নেবার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। এরই পাশাপাশি আবার মানুষের আদর্শে, দেবতাকে মানবিক করার আকাঙ্ক্ষায় তাকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসে কালক্রমে ঘরের মানুষে রূপান্তরিত করেছে। কালের সঙ্গে চিন্তা বিবর্তনে এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা কাব্যে ১৯শ শতকে মানবকেন্দ্রিক নতুন ভাববোধের সঞ্চার ঘটেছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলি। সেই সঙ্গে নিসর্গ চেতনার একটি স্বতন্ত্র বোধ, যথা, নিসর্গে যে একটি নিজস্ব রূপ-মাধুরী আছে এবং সে আপনাতেই স্বতন্ত্র—বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে তার যে বিচিত্র মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনুভূত হয়েছে। এই সময়ই মানবতার জয়ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর ধুলা-মাটি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-সংগ্রাম ভরা জীবনের সুন্দর কুৎসিত সবকিছু গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে জেগেছে সমাজ ও স্বদেশের চেতনা, সমাজের মধ্যে যে আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থা বিরাজমান কবির মনে তা নূতন প্রেরণা জোগাল। কাব্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। সমাজের সঙ্গে স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক মমতা থেকে দেশের সঙ্গে নিজের মঙ্গালামঙ্গালের ধারণা ওতপ্রোত হয়েছে। আর স্বদেশপ্রীতি থেকে জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার গ্লানি তাকে ক্লিষ্ট করেছে। এভাবে বিশ্বপ্রকৃতি তার বুকে লালিত মানুষ এবং মানুষের সুখদুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কবিতায় প্রকাশিত হল তাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতার মানব প্রাধান্যের কারণে মানুষের জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবনা কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে। পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ কাব্যে যা এসেছে, তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ যুগের প্রকৃতি বোধেও বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ-বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নানাভাবে রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যথার্থ অর্থে নিসর্গ চেতনার কবিতা রচনা যেমন হয়েছে, কার সঙ্গে মানুষ আর প্রকৃতির অন্তরঙ্গ যোগটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে গতানুগতিক ধর্মাশ্রিত কাব্যের পরিবর্তে এ যুগের কাব্য নব নব রূপে বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের অন্তপ্রেরণায় ১৯ শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে।

কাব্যরূপের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় মধ্যযুগীয় সংস্কার অতিক্রম করে আধুনিক ধ্যানধারণার সূচনা করেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী গীতিকবিতা, রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, মধুসূদন মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট রচনা করে এই পর্বেই কাব্য শিল্প কর্মের অসামান্যতা তুলে ধরেছেন। দেশকালের প্রভাবে এই আধুনিক মানসিকতাই প্রাচ্যের সংস্কৃত তামিল প্রতীচিব গ্রিক লাটিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ উপাদান নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সময় আরমা দেখেছি জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাষাশৈলীতে স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে বাংলার গ্রামগঞ্জ, মাঠ-ঘাট ও অন্তরসুরের সহজ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। সব মিলিয়ে এ সময়ের

(ঘ) আধুনিক মানসিকতা থেকেই প্রাচ্যের _____ _____ প্রতীচীর _____ _____
ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা _____ _____ নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

ক) বিহারীলাল রচনা করেছেন—
১। আখ্যান কাব্য
২। গীতিকবিতা
৩। নীতি কবিতা

খ) যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে,
সেখানকার সুখদুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে।
বলেছেন—
১। ক্রোচে
২। মধুসূদন
৩। কোঁৎ

৪৭.৮ মূলপাঠ—২ আধুনিক কবিতা—বিশ শতক

আধুনিক শব্দটি দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। দেশ ও কালের ব্যবধানে আধুনিকতার সংজ্ঞা বদলায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯ শতকে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সেখানে য়ুরোপীয় বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য থেকে অন্তপ্রেরণা নিয়ে বাংলা কাব্য নবভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্যযুগীয় সংস্কার বর্জন করে নবজাগৃতির ঐতিহাসিক নিয়তিকেই বরণ করে নিয়েছিল। এ যুগে মানবিমহিমা, যুক্তিবাদ, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, স্বদেশচেতনার সঞ্চার হয়েছে। কবিমন চিন্তার সুনীল আকাশে মুক্তি পাওয়ায় কাব্য কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে রোমান্টিক ভাববিনাসে।

কিন্তু বিশ শতকে পর পর দুটি মহাযুদ্ধ—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম এবং নানা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন তোলায় বাংলার সমাজ জীবনেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এরসঙ্গে অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃসহ জীবন সংগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদানও এসময় মানবিক চেতনায় নূতন মাত্রা যোগ করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েড, মার্ক্স, সার্ত্র প্রমুখ মনীষীর চিন্তা মানবিক চেতনার গভীরে আলোড়ন তোলে। লেলিনের কৃতি রাশিয়ার কথা স্মরণে রেখে তরুণ কবিদের একাংশে সমাজ-পরিবর্তনের মতাদর্শ নতুন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নতুন পটভূমি তৈরি হয়েছে। কবি ও কবিতা যেহেতু সমাজের মানব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে তাই কবিতায় এই ইতিহাস সঞ্জাত চেতনাবোধ নতুন বাঁক নেয়। এই কালচিহ্নিত কবিতাই হল আধুনিক কবিতা।

কাব্যে বিশ শতকের এই কালপ্রভাবকে আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তরণ থেকে আধুনিকতার সূচনা মনে করেন। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কল্লোলের তরুণ কবিকুল মুখ্যত রবীন্দ্র ঐতিহ্যে পুষ্ট হলেও রবীন্দ্র কবি-মহিমা এরা সর্বতোভাবে অনুভব করেননি

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় আধুনিক কবিতার মৌল লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে"—এ কবিতায়। অপর একটি আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনের ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আরও সংক্ষিপ্ততর এবং অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন—"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী।"

উপসংহারে আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বলা যায়—

১) এ কবিতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাতজাত। পরিণামে কবিতায় জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ-এর পরিচয় ফুটেছে।

২) দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্কতা এ যুগের কবিতার অন্যতম লক্ষণ।

৩) ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় দর্শন, আধুনিক কবিতায় অনেকটা স্থান করে নিয়েছে।

৪) জগৎ জীবন সম্পর্কে একটি অনিকেত ধারণা থেকে প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সংশয় ; ফলত দেহজ কামনা বাসনা এবং প্রেমের শারীরী রূপের বর্ণনায় আসক্তি।

৫) কবিতায় মননের প্রাধান্যের কারণে দেশ বিদেশের ইতিহাস, দর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্পে বহুব্যবহারে ও কাব্যে দুরূহতা এসেছে।

৬) কাব্যদেহে বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটায় গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমেছে। গদ্যছন্দের চলতি ও গ্রাম্য দেশি শব্দের সঙ্গে বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে।

৭) প্রচলিত কাব্যভাষা ও উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তে বিদেশি এবং নতুন নতুন উপমা-চিত্রকল্প রচনা করে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্বের অনেকেরক কবিতায় শব্দ প্রয়োগ হল সুমিত ও অর্থঘন।

৮) বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

একালের কবিরা উপরিউক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাব্যচর্চায় প্রয়োগ করে রাবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শৈলীতে রূপায়িত করে এবং আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে রাবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ ও চিত্র রচনা করে রবীন্দ্র ঋণের সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য ধারা এ কালের কবিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ২০ শ শতকের কবিদের অবস্থান হেতু তাদের রচনায় এ সময়ের বিষয়বস্তুর নবত্ব ও বক্তব্যের স্পর্ধিত ও সরল উপস্থাপনা, সংহত কাব্যকলায় প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এ কালের এই কবিতাগুলিকে বুঝি।

বর্তমান এককে মূলপাঠ—১ ও মূলপাঠ—২পর্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শতকে আধুনিক কবিতার কালগত পরিবর্তনের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী চারটি এককে যথাক্রমে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের মধ্যে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কী ভাবে ঘটেছে, ও তার স্বরূপ কাব্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ—১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। ক) মানব, প্রাধান্যের, ভাগ্য, সূক্ষ্ম অনুভূতি।

খ) বিষয়, বস্তু, জীবনের, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র।

গ) জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার, ক্লিষ্ট।

ঘ) সংস্কৃত, তামিল, গ্রিক, লাতিন, উপকরণ, উপাদান।

অনুশীলনী—২

১। ক) প্রতিকূলতা, বিরোধিতাকেই, কাব্য-শক্তি, উপায়।

খ) শত্রুরা, শর, রবীন্দ্র, ঠাকুর, জ্বালিব, যুগসূর্য।

গ) অনিকেত, প্রেম, কল্যাণ, মূল্যবোধে, সংশয়।

২ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক কবিতার সূত্রাকারে উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্যগুলি ৬-৮ অংশটি ভালো করে পড়ুন।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর বর্তমান পাঠ্য অংশটি পড়লেই আপনি লিখতে পারবেন।

৪৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—আধুনিক কবিতার ইতিহাস।

২) দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়।